দৈনিক সংবাদ

APR. 05 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ......

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগ কর্মীর পা ভেঙে ১২ দিন ধরে আটকে রেখেছে ছাত্রদল ক্যাডাররা

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক : পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রলীগমুক্ত করার অভিযানে ছাত্রদলের ক্যাডাররা ছাত্রলীগ কর্মী কোয়েলকে পিটিয়ে পা ভেঙে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ১২ দিন ধরে তাকে আটকে রেখেছে সন্ত্রাসীরা। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রলীগমুক্ত করার শুদ্ধি অভিযানে নামে ছাত্রদলের ক্যাডাররা। ছাত্রলীগের নেতারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে। রয়েছে ২/৪ জন কর্মী। এখন তাদের ওপর চলছে মধ্যযুগীয় নির্যাতন। দুমকি উপজেলায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর নির্বাচনী এলাকা।

ছাত্রলীগ সমর্থক হওয়ার অপরাধে ছাত্রদলের ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ পর্বের ছাত্র কোয়েলকে ১২ দিন আগে ধরে নিয়ে জিয়া হলে আটকে রাখে। গত ২৪শে মার্চ গভীর রাতে পিটিয়ে কোয়েলের পা ভেঙে দেয়া হয়। পরে ছাত্রদলের ক্যাডাররা আহত কোয়েলকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং ভাঙা পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধায়। দুদিন পর আবার ক্যাডার পাহারায় তাকে জিয়া হলে নিয়ে আটকে রাখা হয়। গত ২রা এপ্রিল পঙ্গু কোয়েল ক্যাডার পাহারায় ক্রাচে ভর দিয়ে হলে যেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। কোয়েলকে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়ার কোন অনুমতি দেয়া হয়নি। এমনকি তাকে আত্মীয়স্বজনকে খবর দেয়া বা তাদের সঙ্গে দেখা করারও অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে জিয়া হলের প্রভোস্ট ড. আক্কাস আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, বাস্তবে পটপরিবর্তন হওয়ায় কেউ কেউ বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করছে। তবে তার হলে ছাত্র নির্যাতন হওয়ার ঘটনাকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেননি। দুমকি থানা পুলিশ এ ঘটনা জানলেও না জানার ভান করে আছে।

বাড়ি ভাঙচুর

এরশাদ সরকার আমলে মনোনীত মহিলা সাংসদ ফেরদৌসী বেগম মিলকির দলবল প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ঘরদুয়ার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। হামলায় দু'জন মহিলা আহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় মিলকির দলবল বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় সংলগ্ন আঃ হাকিমের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা বাড়িটি ভেঙে চুরমার করে দেয়। হামলাকারীদের দ্বারা সোমর্তবান (৫৫) ও পারুল বেগম (২৪) প্রহৃত ও আহত হয়। জানা যায়, আঃ হাকিমের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে মিলকি বেগমের মামলা-মোকদ্দমা ছিল। মামলায় আঃ হাকিম জয়লাভ করায় প্রতিশোধ হিসেবে এ হামলা চালানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন মামলা হয়নি বা পুলিশও কাউকে গ্রেফতার করেনি।